যুগান্তর

তারিখ 12 JUL 2010
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

জাতীয় সংসদে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাস

সংসদ রিপোর্টার

দশটি সুনির্দিষ্ট শর্ত পূরণ সাপেক্ষে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিধান রেখে জাতীয় সংসদে বহুল আলোচিত ও প্রতীক্ষিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিল ২০১০ পাস হয়েছে। বোববার শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এ বিলটি পাসের জন্য সংসদে উত্থাপন করেন। বিলটি পরে কণ্ঠভোটে পাস হয়। তবে বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যরা অনুপস্থিত থাকায় এ বিলটির ওপর আনীত তাদের কোন সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন হয়নি। পাস হওয়া এ বিল অনুসারে স্থায়ীভাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকায় কমপক্ষে ১ একর এবং অন্যান্য এলাকায় কমপক্ষে ২ একর জায়গা থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

উদ্যোক্তাদের ১০ শর্ত পূরণ করতে হবে

বিলের উদ্দেশ্য ও কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, উচ্চশিক্ষার চাহিদা পূরণ, সম্ভাবনাময়

বিশ্ববিদ্যালয় : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

বিশ্ববিদ্যালয় : বেসরকারি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ও মূলভবকরণের মাধ্যমে একটি দক্ষ জনগোষ্ঠী সৃষ্টির জন্য বর্তমানে প্রচলিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। দেশে মানসম্পন্ন শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বেসরকারি পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য এ আইন তৈরি করা হয়েছে। এতে মোট ৫৩টি ধারা রয়েছে। বিলটি পাস হওয়ার ফলে অনধিক ১৯ থেকে কমপক্ষে ৯ সদস্যের বোর্ড অব ট্রাস্টি গঠনসহ ১০টি শর্ত পূরণ করে সাময়িকভাবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমোদন নেয়া যাবে। বিলের ৬ ধারা অনুসারে এসব শর্তের মধ্যে রয়েছে— পাঠদানের জন্য পর্যাপ্তসংখ্যক শ্রেণীকক্ষ, কমপক্ষে ২৫ হাজার বর্গফুট আয়তনের নিজস্ব অথবা ভাড়া করা ভবন, কমপক্ষে ৩টি অনুষদ, প্রত্যেক বিভাগের নিবিড় পাঠক্রম ও শিক্ষার্থীর আসন সংখ্যা, প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের নিশ্চয়তাপত্র ইত্যাদি।

প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে সংরক্ষিত তহবিল হিসাবে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য অন্যূন ৫ কোটি টাকা, অন্যান্য মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য ৩ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার জন্য ন্যূনতম দেড় কোটি টাকা যেকোন তফসিলি ব্যাংকে জমা থাকতে হবে। এসব শর্ত পূরণ করলে অস্থায়ীভাবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সাময়িক অনুমোদন পাওয়া যেতে পারে। সাময়িক অনুমোদনের মেয়াদ ৭ বছর।

বিলের ৯ ধারায় বলা হয়েছে সাময়িক অনুমতিপ্রাপ্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্থায়ী অনুমোদনের জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য কমপক্ষে ১ একর, অন্যান্য এলাকার ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ একর পরিমাণ নিষ্কণ্টক, অধও ও দায়মুক্ত জমি থাকতে হবে। ওই জমিতে সাময়িক অনুমোদনপ্রাপ্ত সময়ের মধ্যে স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যেক শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত পূর্ণকালীন শিক্ষার্থীদের ন্যূনতম ৬ ভাগ তন্মধ্যে ৩ ভাগ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান এবং ৩ ভাগ প্রান্ত এলাকার মেধাবী অথচ দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষণপূর্বক এসব শিক্ষার্থীর টিউশন ফি ও অন্যান্য ফি ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ দিতে হবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, চ্যান্সেলর থেকে শুরু করে শৃংখলা কমিটি পর্যন্ত ৯টি কর্তৃপক্ষ থাকবে। প্রত্যেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠক্রম কমিটি থাকতে হবে। আর প্রতিটি বিভাগ বা প্রোগ্রামের খণ্ডকালীন শিক্ষক সংখ্যা সংশ্লিষ্ট কোর্সের পূর্ণকালীন শিক্ষক সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশি হতে পারবে না। বিলের ৩৯ ধারায় বলা হয়েছে, সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত বাংলাদেশে কোন স্থানে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের নামে ক্যাম্পাস স্থাপন করা যাবে না। কিংবা কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্নাতক, স্নাতকোত্তর, ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা বা কোন ডিগ্রি প্রদান করা যাবে না। এ আইনের অধীনে অনুমোদনপ্রাপ্ত নয় এমন কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বা বাংলাদেশে কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের কোন শাখা, ক্যাম্পাস, স্টাডি সেন্টার বা টিউটোরিয়াল সেন্টারে শিক্ষার্থী ভর্তি বা শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশে কোন ব্রোশিয়ার, প্রসপেক্টাস, লিফলেট ইত্যাদি প্রকাশ ও প্রচার করা যাবে না। এমনকি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা যাবে না। বিলের ৪৯ নম্বর ধারায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ভঙ্গের শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি বিধি ভঙ্গ করলে অনূর্ধ্ব ৫ বছরের কারাদণ্ড অথবা ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন।

আনসারদের চাকরি স্থায়ীকরণের সময়সীমা : ব্যাটালিয়ন আনসারদের চাকরি স্থায়ীকরণের সময়সীমা ১২ বছর থেকে কমিয়ে ৯ বছর করার বিধান রেখে জাতীয় সংসদে রোববার একটি বিল উত্থাপন করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন ব্যাটালিয়ন আনসার (সংশোধন) বিল-২০১০ নামের এ বিলটি উত্থাপন করেন। পরে বিলটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। বিলটি পাস হলে ব্যাটালিয়ন আনসারদের মধ্যে যাদের চাকরির মেয়াদ ৯ বছর পূর্ণ হয়েছে তাদের চাকরি স্থায়ী করা হবে। এ বিলে জানানো হয়েছে, আনসার ভিডিপি সংগঠনের জনবল কাঠামোতে দুটি মহিলা ব্যাটালিয়নসহ ৩৮টি আনসার ব্যাটালিয়নে বিভিন্ন পদবির ১৫ হাজার ৩৬০টি পদ রয়েছে।

সংসদীয় কমিটির রিপোর্ট উত্থাপন : এর আগে সংসদে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ (সংশোধন) বিল-২০১০ সম্পর্কিত ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির রিপোর্টটি উত্থাপন করা হয়। কমিটির সভাপতি হাসানুল হক ইনু এ রিপোর্টটি উপস্থাপন করেন। রিপোর্টে হাইকোর্টের বিচারক সমমানের কাউকে প্রধান করে তিন সদস্যের টেলিকম আপিল বোর্ড গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া টেলিকম অপরাধকে জামিনযোগ্য করার এবং লাইসেন্স ও ট্যারিফ প্রদানের ক্ষমতা বিটিআরসির হাতে রাখা হলেও এ ব্যাপারে সরকারের পূর্বানুমতি নেয়ার বিধান রাখার সুপারিশ করা হয়েছে সংসদীয় কমিটির রিপোর্টে।

এর আগে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) বিদ্যমান ক্ষমতা অনেকটাই খর্ব করে ১৩ জুন জাতীয় সংসদে বিলটি উত্থাপন করা হয়। পরে বিলটি যাচাই-বাছাই করে ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দেয়ার জন্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটির হাতে পাঠানো হয়।